প্রথম আলো

2 1 [illegible] 2013
8 2

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দুই সহ-উপাচার্য অবরুদ্ধ আবার ধর্মঘটের ডাক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন প্রত্যাহারের দাবিতে গতকাল বুধবার থেকে দুই সহ-উপাচার্যকে (শিক্ষা ও প্রশাসন) অবরুদ্ধ করে রেখেছেন শিক্ষকেরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের নির্দেশনা অনুসারে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের ব্যবস্থা না করার অভিযোগে শিক্ষকেরা উপাচার্যের পদত্যাগ বা অপসারণের দাবিতে সর্বাত্মক ধর্মঘট ও প্রশাসনিক ভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। তবে ক্লাস, পরীক্ষা ও পরিবহনব্যবস্থা ধর্মঘটের আওতামুক্ত থাকবে।

উপাচার্য মো. আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগের দাবিতে এর আগের আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা গতকাল শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরামের ব্যানারে আন্দোলন শুরু করেন।

উপাচার্য চিকিৎসা ছুটিতে থাকায় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) এম এ মতিন। গতকাল বেলা ১১টা থেকে এম এ মতিন ও সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) আফসার আহমদকে তাঁদের কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে ঐক্য ফোরাম। রাত নয়টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁরা অবরুদ্ধ ছিলেন।

এর আগে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে ধর্মঘটের ঘোষণা দেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম ও সাধারণ শিক্ষক ফোরামের সদস্যসচিব মুহাম্মদ কামরুল আহসান।

তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আবদুল হামিদ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩ এর ১১ (১) ধারা অনুযায়ী উপাচার্যকে সিনেট নির্বাচনের মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগের প্যানেল তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু উপাচার্য তা না করে অধ্যাদেশের ১৯(১) (জ) ধারা অনুযায়ী সিনেটে ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন। এ নির্বাচন বাতিলের দাবিতে আমরা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এম এ মতিন ও সহ-উপাচার্য আফসার আহমদকে অবরুদ্ধ করে রেখেছি।'

এ বিষয়ে জানতে এম এ মতিনকে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি। আফসার আহমদ বলেন, শিক্ষকেরা তাঁদের অবরুদ্ধ করে রেখেছেন।

এদিকে ঐক্য ফোরামের অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনা রাষ্ট্রপতির নির্দেশনার অমান্য এবং তা নির্বাচন প্রতিহত করার ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছেন উপাচার্য আনোয়ার হোসেন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চিকিৎসা নিতে আমি আজ (গতকাল) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। অবরুদ্ধ করে রাখার কথা শুনেছি। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে এম এ মতিন ব্যবস্থা নেবেন।'